আশি জনের একুশ

মখদুম আজম মাশরাফী

না আমি রাহমানের 'দুঃখিনী বর্ণমালা" কবিতা পড়িনি
কারন আমি পড়তে জানিনা,
না আমি প্রতিদিন একুশের অনুষ্ঠান দেখি না
কারন আমার ঘরে কোন টিভি কিংবা বিদ্যুত নেই।
না আমি বাঙ্গালির গৌরবের ইতিহাস পড়িনি
কারন আমি নিরক্ষর একজন বাংলার আশি ভাগ মানুষের।

হাটের নিতাইদার চা দোকানে
রমিজুদ্দি মাষ্টার ইত্তেফাক পড়ে পড়ে আমাদের বলে,
"শহীদ মিনারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রি ফুল দিতে যান
বারোটা এক মিনিটে,
এ মূহূর্তে সাধারনের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নিষেধ।"
তখন আমার গতরখাটা বউ ক্লান্তিতে মড়ার মতন ঘুমায়,
আমার কিশোর কামলা ছেলে অন্যঘরে একটু একটু নাক ডাকে।
আমার চোখে ঘুম আসে না...
রক্তেভেজা বরকতের মগজের ছবি আমার চোখে ভাসে।

কলামন্দিরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কত গান-কবিতা, সেমিনার-বক্তৃতা হয়
কত নৃত্য-আনন্দ-কলতান...
গাড়ীতে আর আমার রিক্সায় চেপে তারা যান সে অনুষ্ঠানে
আমি থামি বাহির গেটে
দারোয়ান ভাই তেড়ে আসে, বলে, " ওই ব্যাটা জলদি রিক্সা হটা..."
তারপর ঘাম মুছে আবার সওয়ারী নিয়ে ছুটে চলি চিরচেনা পথে
মনে মনে ভাবি,
হায় একুশের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানি আমরা আশি জনের জন্যে নয়।

পার্থ, ১৮ জানুয়ারী ২০০৯। mushrafi@hotmail.com